বাংলাদেশ হাই কমিশন
লন্ডন, যুক্তরাজ্য

হাই কমিশনের কনস্যুলার সার্ভিস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন পাসপোর্ট ইস্যু, নবায়ন, নো-ভিসা সহ বিভিন্ন ধরনের কনস্যুলার সার্ভিস দিয়ে থাকে। কনস্যুলার সর্ভিসের নিয়মাবলী ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি জানা না থাকার কারনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি হাই কমিশনের নজরে এসেছে। এ কারনে পাসপোর্ট, নো-ভিসা সহ অন্যান্য কনস্যুলার সার্ভিসের নিয়মাবলী ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো। বিস্তারিত তথ্য হাইকমিশনের ওয়েবসাইট (www.bhclondon.org.uk) বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পাওয়া যাবে।

কনস্যুলার সার্ভিসের সময়সূচীঃ

- পাসপোর্ট, নো-ভিসা সহ অন্যান্য কনস্যুলার সার্ভিসের আবেদন ও ফি প্রতি কর্মদিবস সকাল ১০ঃ০০ টা হতে দুপুর ০১ঃ০০টা পর্যন্ত (সোমবার-বৃহস্পতিবার) জমা নেয়া হয়। শুক্রবার সকাল ১০ঃ০০ টা হতে দুপুর ১২ঃ৩০টা পর্যন্ত জমা নেয়া হয়।

- পাসপোর্ট, নো-ভিসা, নবায়নসহ অন্যান্য কনস্যুলার সার্ভিসের ক্ষেত্রে কাজ শেষে পাসপোর্ট/ডকুমেন্ট প্রতিদিন বিকাল ০৩ঃ০০ টা হতে ০৪ঃ৩০ পর্যন্ত ডেলিভারী দেয়া হয়। রমজান মাসে পৃথক সময়সূচী অনুসরণ করা হয়।

যে সকল ক্ষেত্রে আবেদনকারীর হাই কমিশনে উপস্থিতি অপরিহার্য সে সকল ক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত হয়ে কনস্যুলার সার্ভিস গ্রহন করতে হবে। ক্ষেত্রে বিশেষে ডাকযোগে বা বিশ্বস্ত প্রতিনিধি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পুর্ন নিজ দায়িত্বে পাসপোর্ট/ডকুমেন্ট ও ফি জমা দেয়া যাবে।

লন্ডনের বাইরে বার্মিংহাম ও ম্যানচেষ্টারস্হ বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন হতে কনস্যুলার সার্ভিস দেয়া হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিভিন্ন কনস্যুলার সার্ভিসের নির্ধারিত ফি ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, পোষ্টাল অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দেয়া যায়। নগদ অথবা ব্যাংক চেক গ্রহন করা হয় না।

মেয়াদ উত্তীর্ণ/পূর্ণ ব্যবহৃত পাসপোর্ট প্রতিস্হাপনঃ

পাসপোর্টের মেয়াদ ১০(দশ) বৎসর পূর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে অথবা পাসপোর্টের পৃষ্ঠা সমূহ পূর্ণ ব্যবহৃত হলে পূরাতন পাসপোর্টের পরিবর্তে নতুন পাসপোর্ট নেয়া যাবে। পূরাতন পাসপোর্ট, ০৪(চার) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। আবেদনকারী সশরীরে উপস্হিত হতে না পারলে এক কপি ছবি কাউন্সিলর/জিপি/সলিসিটর/শিক্ষক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে।

ফিঃ আর্জেন্ট ডেলিভারী (২ কার্য দিবস পর) - ১০০ পাঃ ষ্টাঃ । নরমাল ডেলিভারী (১০ কার্যদিবস পর) - ৭০ পাঃ ষ্টাঃ ।

হারিয়ে যাওয়া পাসপোর্টের বিপরীতে নতুন পাসপোর্ট ইস্যুঃ

হারিয়ে যাওয়া পাসপোর্টের ক্ষেত্রে পুলিশ ষ্টেশন হতে পূর্নাঙ্গ লষ্ট রিপোর্ট, পূরাতন পাসপোর্টের কপি, ০৬(ছয়) কপি ছবি (এক কপি সত্যায়িত) সহ নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে আবেদনকারীকে দূতাবাসের কনস্যুলার কর্মকর্তার কাছে সাক্ষাৎকারের পর আবেদনপত্র জমা দেয়া যাবে। আবেদনকারীর বাংলাদেশী নাগরিকত্বের সমর্থনে যথাযথভাবে সত্যায়িত জন্ম সনদের কপি বা জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে। বাংলাদেশে তদন্তের জন্য একটি অতিরিক্ত ফরম পুরণ করতে হবে। পুরাতন পাসপোর্টের কপি না থাকলে ঢাকাস্হ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত জন্ম সনদ/জাতীয় পরিচয় পত্রের মূল কপি দাখিল করতে হবে । প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ আবেদনপত্রটি আবেদনকারীর পরিচয় যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশে প্রেরণ করা হবে এবং সন্তোষজনক পুলিশ রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে ০২(দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু করা হবে। ০২(দুই) বৎসর পর সন্তোষজনক পুলিশ রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ০৩(তিন) বৎসরের জন্য কোন ফি ছাড়াই নবায়ন করা যাবে।

ফিঃ আর্জেন্ট ডেলিভারীর সুযোগ নেই । নরমাল ডেলিভারী (২১ কর্ম দিবস পর) - ৭০ পাঃ ষ্টাঃ ।

হোম অফিস রেফারেন্স এর বিপরীতে পাসপোর্ট ইস্যুঃ

এক্ষেত্রে হোম অফিস রেফারেন্সের মূল কপি (ফটোকপিসহ), এবং ০৬(ছয়) কপি ছবি (০১(এক) কপি ছবি কাউন্সিলর/ জিপি /সলিসিটর/ শিক্ষক কর্তৃক সত্যায়িত), আবেদনকারীর বাংলাদেশী নাগরিকত্বের প্রামান্য সনদের (পুরাতন পাসপোর্টের কপি, সত্যায়িত জন্মসনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র) কপিসহ আবেদনকারীকে সশরীরে দূতাবাসে কন্সুলার কর্মকর্তার কাছে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্হিত হতে হবে। পুরাতন পাসপোর্টের কপি না থাকলে ঢাকাস্হ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত জন্ম সনদ/জাতীয় পরিচয় পত্রের মূল কপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। সাক্ষাৎকার ও দাখিলকৃত ডকুমেন্ট সন্তোষজনক হলে ০২(দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু করা যাবে। সন্তোষজনক পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে পাসপোর্টের মেয়াদ ফি ছাড়া আরো ০৩(তিন) বৎসর বাড়ানো যাবে।

ফিঃ শুধুমাত্র নরমাল ডেলিভারী (১০ কর্ম দিবস পর) - ৭০ পাঃ ষ্টাঃ ।

নবজাতক শিশুর জন্য নতুন পাসপোর্টঃ

যুক্তরাজ্য/আয়ারল্যান্ডে জন্ম নেয়া নবজাতকের ক্ষেত্রে মূল জন্ম সনদ (পিতা মাতার নামসহ) ও একটি ফটোকপি, পিতামাতার বাংলাদেশী পাসপোর্টের কপি, পিতা-মাতার ম্যারেজ সার্টিফিকেটের (বাংলাদেশ বা বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সত্যায়িত) কপি, নবজাতকের ০৪(চার) কপি ছবিসহ আবেদন করতে হবে। নবজাতককে অবশ্যই দূতাবাসে আনতে হবে। শিশুর জন্ম নিবন্ধন করতে হবে (ফিঃ ০৩ পাঃ ষ্টাঃ)।

ফিঃ আর্জেন্ট ডেলিভারী (২ কার্য দিবস পর) -১০০ পাঃ ষ্টাঃ । নরমাল ডেলিভারী (১০ কার্য দিবস পর) -৭০ পাঃ ষ্টাঃ ।

যুক্তরাজ্যে জন্ম নেয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশী পাসপোর্টঃ

পিতা/মাতার বাংলাদেশী পাসপোর্ট অথবা বাংলাদেশী নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বৃটিশ ফরেন অফিস হতে সত্যায়িত ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপিসহ আবেদনকারীকে দূতাবাসে উপস্হিত হয়ে আবেদন

করতে হবে। আবেদনকারীর বৃটিশ জন্মসনদ, বৃটিশ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, বৃটিশ পাসপোর্টের কপি এবং ০৪(চার) কপি ছবি জমা দিতে হবে।

ফিঃ আর্জেন্ট ডেলিভারী (২ কার্য দিবস পর) - ১০০ পাঃ ষ্টাঃ । নরমাল ডেলিভারী (১০ কার্য দিবস পর) - ৭০ পাঃ ষ্টাঃ।

পাসপোর্ট নবায়নঃ

পাসপোর্টের মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হলে পরবর্তী ০৫(পাঁচ) বৎসর বা কম সময়ের জন্য নবায়ন করা যাবে। মেয়াদ ১০(দশ) বৎসর পূর্ণ হলে নবায়নের পরিবর্তে নতুন পাসপোর্ট নিতে হবে। নবায়নের জন্য নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে ০২(দুই) কপি ছবিসহ নবায়নের জন্য পাসপোর্টটি দূতাবাসে জমা দিতে হবে।

ফিঃ আর্জেন্ট ডেলিভারী (পরবর্তী কার্য দিবস)- প্রতি বৎসর ২০ পাঃ ষ্টাঃ হারে, ১০০ পাঃ ষ্টাঃ ০৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য। নরমাল ডেলিভারী (৫ কার্য দিবস পর)-প্রতি বৎসর ১৫ পাঃ ষ্টাঃ হারে, ৭০ পাঃ ষ্টাঃ ০৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য ।

এন্ডোর্সমেন্ট/ভূল সংশোধনঃ

বৈবাহিক অবস্হা/পেশা/ঠিকানা পরিবর্তনসহ পাসপোর্ট বাহকের নাম/অন্য কোন তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে এন্ডোর্সমেন্ট করা যায় । বৈবাহিক অবস্হা সংশোধনের ক্ষেত্রে রেজিষ্টার্ড ম্যারেজ সার্টিফিকেট (বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা বৃটিশ ফরেন অফিস হতে সত্যায়িত) মূল কপি ও ফটোকপি এবং ০২(দুই) কপি ছবিসহ জমা দিতে হবে। পেশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পত্র/সনদ দাখিল করতে হবে। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য যথাযথ প্রমান/সনদ দাখিল করতে হবে।

নাম সংশোধনের জন্য সংশোধনের প্রামান্য এফিডেভিট (নোটারি/ সলিসিটর কর্তৃক সম্পাদিত এবং ফরেন অফিস কর্তৃক সত্যায়িত) সহ আবেদন করতে হবে।

ফিঃ আর্জেন্ট ডেলিভারী (পরবর্তী কার্য দিবস) -প্রতি এন্ডোর্সমেন্ট ১০ পাঃ ষ্টাঃ । নরমাল ডেলিভারী (৫ কার্য দিবস) - প্রতি এন্ডোর্সমেন্ট ৭ পাঃ ষ্টা ।

ট্রাভেল পারমিটঃ

যদি কোন কারনে কোন বাংলাদেশী নাগরিকের বৈধ/মেয়াদ সম্বলিত পাসপোর্ট না থাকে এবং তিনি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান সেক্ষেত্রে একমুখী ভ্রমনের জন্য ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করা হয়। আবেদনকারীকে পুরাতন পাসপোর্টের ফটোকপিসহ সাক্ষাৎকারের জন্য হাইকমিশনে উপস্হিত হতে হবে। পাসপোর্টের কপি না থাকলে বাংলাদেশী নাগরিকত্বের প্রমাণ স্বরূপ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষা সনদ (বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সত্যায়িত)-এর মূল কপি দাখিল করতে হবে । সদ্য তোলা ০৪(চার) কপি ছবি (একটি ছবি কাউন্সিলর/ জিপি/সলিসিটর/শিক্ষক কর্তৃক সত্যায়িত)-সহ নির্ধারিত ফরম পূরণ করে জমা দিতে হবে।

ফিঃ আর্জেন্ট (পরবর্তী কার্যদিবসে ডেলিভারী) - ১৬ পাঃ ষ্টাঃ । নরমাল (পাঁচ কার্যদিবসে ডেলিভারী) - ৮ পাঃ ষ্টাঃ ।

নো-ভিসা রিকোয়ার্ড ষ্টাম্পঃ

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক, স্ত্রী, সন্তান, তৃতীয় প্রজন্ম, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তির বিদেশী স্ত্রী ও সন্তান নো-ভিসা রিকোয়ার্ড ষ্টাম্পের জন্য আবেদন করতে পারে । নো-ভিসা বহু ভ্রমণ সুবিধা সম্পন্ন দীর্ঘ মেয়াদী ভিসা যা পাসপোর্টের মেয়াদকালব্যাপী বহাল থাকে । এই বিশেষ সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নের শর্তগুলি প্রযোজ্য হবেঃ

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নাগরিকত্বের প্রমান হিসেবে বাংলাদেশী পাসপোর্ট, বা জাতীয় পরিচয়পত্র/বাংলাদেশের স্হানীয় কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত নাগরিকত্ব সনদ অথবা জন্ম সনদ দাখিল করতে হবে । বাংলাদেশী পাসপোর্টের অবর্তমানে নাগরিকত্বের প্রমান হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত জাতীয় পরিচয়পত্র/নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে ঢাকাস্হ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশী সত্যায়িত শিক্ষা সনদ গ্রহণযোগ্য । পূর্ববর্তী পাসপোর্টে নো-ভিসা (No Visa) ষ্ট্যাম্প থাকলে অতিরিক্তি ডকুমেন্ট-এর প্রয়োজন হবে না ।

আবেদনকারীর বৃটিশ ও বাংলাদেশী পাসপোর্ট-এ নাম হুবহু একই হতে হবে । নাম-এ কোন সংশোধন থাকলে, প্রামান্য দলিল (Deed Poll etc.) দাখিল করতে হবে এবং বাংলাদেশী পাসপোর্টে প্রয়োজনীয় সংশোধন (এন্ডোর্সমেন্ট)-এর পর নো-ভিসা-র জন্য বিবেচ্য হবে ।

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তির স্ত্রী, সন্তান/তৃতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে যথাক্রমে স্বামী, পিতা-মাতার বাংলাদেশী নাগরিকত্বের প্রমান হিসেবে তাদের বাংলাদেশী পাসপোর্ট অথবা বাংলাদেশের স্হানীয় কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত জন্ম সনদ/নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে । সন্তান/তৃতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পিতা-মাতার নাম সম্বলিত জন্ম সনদ দাখিল করতে হবে । বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তির স্ত্রীর বাংলাদেশী পাসপোর্ট না থাকলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বৃটিশ ফরেন অফিস কর্তৃক সত্যায়িত ম্যারেজ সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। নো-ভিসার জন্য এক কপি ছবিসহ নির্ধারিত ফর্ম-এ আবেদন করতে হবে।

ফিঃ ৩২ পাঃ ষ্টাঃ জমা দেয়ার দিন বিকেলে ডেলিভারী দেয়া হয় ।

সকল কনস্যুলার সার্ভিসের জন্য প্রযোজ্য ফরম হাইকমিশনের ওয়েব-সাইট (www. bhclondon.org.uk)-"All Forms" সেকশন হতে ডাউন-লোড করা যাবে ।

যে কোন কনস্যুলার সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহের ফটোকপি দূতাবাসে সংরক্ষরেন জন্য জমা দিতে হবে।

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটঃ

যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকের বাংলাদেশ থেকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রয়োজন হলে তিনি নিজ উদ্যোগে বা বাংলাদেশে অবস্হিত পরিবারের সদস্য/আত্মীয়ের মাধ্যমে (৫০০ টাকা ফি) প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ সরাসরি সংশ্লিষ্ট থানা / এবং পুলিশ ষ্টেশনে আবেদন করতে পারেন। থানা/পুলিশ ষ্টেশন-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রদত্ত পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরের পর সত্যায়নের জন্য সরাসরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় । সত্যায়িত সার্টিফিকেট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে পাঠানো হয় । আবেদনকারী বা তার মনোনীত প্রতিনিধি থানা/পুলিশ ষ্টেশন হতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারেন।